অজানা একাত্তর

হাসান মাহমুদ

মুক্তিযুদ্ধের ওপরে লেখা হয়েছে অসংখ্য। লেখা হবে অসংখ্য। কিন্তু রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন মানচিত্র, নতুন পতাকা, লক্ষ লাশের ওজন, লক্ষ ধর্ষিতার কান্না, হিংস্র বিদেশী সৈন্যদল, ঘৃণ্য মীরজাফরের দল এবং ১২শ' শতাব্দীর বাঙ্গালী স্বাধীন সুলতান গিয়াসুদ্দীনের আটশ' বছর পর আবার ''আমার হাতেই নিলাম তুলে আমার যতো বোঝা, তুমি আমার জলস্থলের মাদুর থেকে নামো'' যেভাবে বুকে তোলে অতলান্তিক ঢেউ তা কি ভাষায় লেখা সম্ভব? সম্ভব নয়, কিন্তু তবু চেষ্টা করি আমরা। লক্ষকোটি বছরে ''তোমাকে ভালোবাসি'' শব্দ দু'টো যেমন লক্ষকোটি বার বলেও সঠিক কথার অভাবে ঠিকমত বলা হলনা তবু চেষ্টার বিরাম নেই তেমন করেই কথা খুঁজে বেড়াই নিরন্তর। সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে এখনো শুনতে পাই জাতিয় সঙ্গীতে ত্রিশ লক্ষ আর্তনাদ, জাতিয় পতাকায় দেখতে পাই তিন লক্ষ রক্তাক্ত ছেঁড়া শাড়ী আর এ বুকে অনেক আদরে খেলা করছে পাঁচ হাজার যুদ্ধশিশু, - কি কথায় লিখব একাত্তরের সেই অজানা অন্ধকার অধ্যায়? ''না পারে বোঝাতে আপনি না বুঝে, মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে, কোকিল যেমন পঞ্চমে কুজে, খুঁজিছে আপন সুর'' - কবিগুরু।

মার্চ-এপ্রিলে পাকিস্তানি সৈন্যদের আকস্মিক আক্রমণে ছিন্নভিন্ন বাংলা, রক্তে আর্তনাদে ভেসে যাচ্ছে দেশ। বহু মাইল স্রেফ পায়ে হেঁটে সীমানা পেরোচ্ছে আতংকিত গ্রামবাসীরা বুড়ো বাবা-মা'কে নিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে। গ্রামবাংলার ধুলিধুসরিত পথে হাতে মাথায় ঘটি-বাটি নিয়ে গরু-ছাগলের রশি ধরে হাজার হাজার পথযাত্রীর ভীড়ে রাস্তায় বৃদ্ধার মৃত্যু রাস্তায় জন্মানো বাচ্চা। কে বিশ্বাস করবে সেই দাবানলের মধ্যে একাত্তরের এপ্রিলে রাজশাহীর ওপারে মুর্শিদাবাদ শরণার্থী শিবিরে এক কাপড়ে উপস্থিত এক পাঞ্জাবী তরুণ! চারদিকে তুমুল হৈ হৈ, ছুটে এসেছে ভারতীয় সৈন্যেরা। কি? না, আমার বাড়ী লাহোর কিন্তু আমি শরণার্থী, আমাকে খেতে দাও থাকতে দাও। ভাঙ্গা-বাংলায় কথা বলছে সে। ততক্ষণে চোখ কপালে উঠে মুখ হা' হয়ে গেছে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের, - পড়িমরি করে টেলিফোন ছুটল মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতা - কোলকাতা থেকে একেবারে দিল্লীর প্রতিরক্ষা দপ্তরে। পাকিস্তানী এসেছে উদ্বাস্তু শরণার্থী হয়ে, একে নিয়ে এখন কি করি?

সাথে সাথে গ্রেপ্তার, সাথে সাথে হাজত। তদন্তের পর তদন্ত, জেরার পর জেরা। তুমি নিশ্চয়ই পাকিস্তানের গুপ্তচর। এগিয়ে এল তার বাঙ্গালী বন্ধু যার বাবা-মা ভাই-বোনের সাথে রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদ পৌঁছেছিল সে। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর প্রমাণিত হল সে গুপ্তচর নয়। ঠাঁই মিলল শরণার্থী-শিবিরে, বাঙ্গালীর সাথে একত্রে বসে ডালভাত। রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক দপ্তরে ততদিনে শুরু হয়েছে তার মা-বাবার চীৎকার - আমাদের ছেলে কোথায় কেমন আছে - তার খবর এনে দাও - আমাদের ছেলে এনে দাও - এনে দাও এখনি!! চাপ এসেছে তার আত্মীয়স্বজন থেকেও যারা সৈন্যদলে চাকরী করছে।

''তারপরে কেটে গেছে কত শত কাল, তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল''। সাঁইত্রিশ বছর আগে ঘটনার ঘনঘটায় উন্মত্ত জীবন আজ গল্প হয়ে গেছে। বয়সের সব ঝড় বোধহয় এভাবেই থেমে যায় একদিন।

কটা বেড়াল-চোখ কাঁচা সোনা রঙ্গের সুঠাম সুদর্শন তরুণ আনোয়ার শাহেদ খান। যেন সিনেমার নায়ক। সাতষট্টি সালে ইন্টারউইং স্কলারশীপ নিয়ে লাহোর থেকে ফিজিক্স-এ অনার্স পড়তে এসেছিল, থাকত ফজলুল হক হলে।

আমি তখন বায়োকেমিষ্ট্রিতে - ওই ফজলুল হক হলেই। কি করে যেন বন্ধুত্ব হল নিবিড়, নিবিড় থেকে নিবিড়তর। খেয়াল করতাম আমার কাছে কাছে থেকে অনুসন্ধিৎসু চোখে সে নিরীক্ষণ করছে আমাদের ওপরে পশ্চিমের নিপীড়ন আর শোষণ। আমি তখন ছাত্রলীগের চির-দুর্ভেদ্য দূর্গ ফজলুল হক হল ছাত্রলীগের ভিপি আর হল সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক। হল সংসদের জি-এস রশীদ আর ভিপি মুশতাক এলাহী। কাছে থেকে থেকে দেখে দেখে আনোয়ার বুঝতে পারছে কেন আমাদের ছয় দফা, কেন ওদের এত উন্নতি আর আমাদের এত অবনতি। তার শের-শায়েরীর কাব্যিক মন ঠিকই ধরেছে ইসলামের নামে পাকিস্তানী রাজনীতির বিভৎস ঠকবাজী। তারপর সত্তরের নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে এল বিসুভিয়াসের বিস্ফোরণে। ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে আমি আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট, আমার সাথে উপস্থিত থেকে আনোয়ার স্বচক্ষে দেখল জনতার ভৈরব গর্জন। মৃদু হেসে পরিহাস করে বলল - ''আব হাম্ আপকো অওর রোক্ নেহি সাক্তে'' - আর আমরা আপনাদের ঠেকাতে পারব না।

তারপর সে স্বচক্ষে দেখল পঁচিশে মার্চের তাণ্ডব, জানল গণহত্যা, গণধর্ষণ। সময়ের জঠরে তখন জন্ম-যন্ত্রণায় নড়ে উঠছে পাকিস্তানের বুকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবিশ্বাস্য ভ্রূণ। পঁচিশে মার্চে বাজপাখীর আক্রমণে মুরগীর বাচ্চার মতন জাতি ছিটকে গেল চতুর্দিকে। সবাই ছুটল গ্রাম-জননীর সুবিশাল আশ্রয়ে, জননীও আগ্রহী হাত বাড়িয়ে কোটি সন্তানকে তুলে নিল তার সস্নেহ কোলে। কিন্তু আনোয়ার যাবে কোথায়? এখানে তো ওর কেউ নেই, দেশটা ওর চেনাও নেই। কেউ কেউ বলল আর্মির ব্যারাকে যেতে - ওটাই ওর নিরাপদ জায়গা। কিন্তু প্রাণের নিরাপত্তার চেয়েও সৈন্যদের প্রতি ঘৃণা তখন তার অনেক বেশী। আরেক বন্ধুর বাবা তখন রাজশাহীতে চাকরী করেন, সিলেটে বাড়ী। তার সাথে কোনমতে রাজশাহী পৌঁছুল আনোয়ার, তারপরে ঘাতক সৈন্যদলের ধাক্কায় সবাই সীমানা পেরিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদে শরণার্থী শিবির। মে মাসে সেনাপ্রহরায় রাজশাহী ফেরা, সেনাপ্রহরায় ঢাকা এবং পরের মাসে সটান লাহোরে বাবা-মায়ের কোলে।

সাঁইত্রিশ বছর পর আজ কে বিশ্বাস করবে, আমাদের জীবন-মরণ মুক্তিযুদ্ধের অজানা অধ্যায় শুরু হল পাকিস্তানের বুকেও। ''পদ্মা সুরখ হ্যায়'' (রক্তাক্ত পদ্মা) নামে পশ্চিমা প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের পঁচিশ বছরের ঠকবাজী ও একাত্তরের গণহত্যা-গণধর্ষণের ওপর আনোয়ারের চাক্ষুষ নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে প্রতিদিন একসাথে লাহোরের দৈনিক মুসাওয়াত ও করাচীর দৈনিক ডন'-এর গুজরাটি সংস্করণে, ক্রমাগত তিরিশ দিন। হৈ হৈ পড়ে গেল দেশে। জামাতিরা সগর্জনে ছুটল ভারতের দালাল বলে বাড়ী জ্বালিয়ে ওকে কতল করার ঘোষণায়। ছুটে এল সরকারী পুলিশ আর গোয়েন্দা, নিজদেশে পরবাসী আনোয়ার লুকিয়ে গেল আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।

হিংস্র সরকারের সামনে গণহত্যা-গণধর্ষণ তুলে ধরা, বাবা-মা ভাইবোন থেকে দুরে লুকিয়ে বাঁচা - চাকরী নেই উপার্জন নেই খাবার নেই থাকার জায়গা নেই - একে আমি ''পাকিস্তানের বুকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'' বলব না তো কি বলব? আমাদের তবু দেশ ছিল গ্রাম ছিল, স্বাধীন বাংলা সরকার ছিল বেতার ছিল, চারদিকে সংগ্রামী জাতি আর মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি ছিল, আন্তর্জাতিক সমর্থন ছিল, শেষ সম্বল হিসেবে ভারতে আশ্রয় ছিল, ওর কি ছিল চতুর্দিকে অগণিত শত্রু ছাড়া? আকস্মিক আক্রান্ত হয়ে আমাদের তো যুদ্ধ ছাড়া উপায় ছিলনা, কিন্তু ওকে তো কেউ বাধ্য করেনি স্বজাতিরই বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নামতে! এমনকি আমাদের সাথে ওর তো যোগাযোগও ছিলনা! তবু লড়ল আনোয়ার, পাকিস্তানের বুকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিঃসঙ্গ একা।

এ হল লাহোর। আর করাচীর মখ্দুম?

একাত্তরের প্রথম দিকে জাহিদ মখদুম করাচীর প্রাণবন্ত তুখোড় ছাত্রনেতা। নির্বাচনে আমাদের বিজয়ের বিরুদ্ধে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র টের পেয়েই সে ছাত্রসমাজকে নিয়ে যুদ্ধে নামল। মিটিং মিছিলের শ্লোগান, দেয়ালে দেয়ালে হাজারো পোষ্টার, সংসদের সামনে বিক্ষোভ, চীৎকারে উত্তেজনায় কাঁপিয়ে তুলল করাচী। একের পর এক বিদ্রোহী নিবন্ধ লিখতে লাগল সিন্ধী দৈনিক ''ইবারত''-এ। দেশ-শাসন করার জন্য তোমাদের সৈন্যদলে নেয়া হয়নি, জনগণের পয়সায় হাতে অস্ত্র দেয়া হয় নি। নির্বাচনে পুর্ব পাকিস্তান জিতেছে, লক্ষ্মী ছেলের মতো তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাও। কোন ষড়যন্ত্র সহ্য করা হবে না এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে। প্রমাদ গুনল ভুট্টো, প্রমাদ গুনল সরকার। এদিকে শুরু হয়ে গেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আক্রমণ, ধীরে ধীরে কাদায় পড়ছে নাপাক বাহিনী। ওদিকে সমন জারী হল গ্রেপ্তারের, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল মখদুম। তারপর লারকানা, জেকোবাবাদ, শুক্কুর আর হায়দ্রাবাদ কারাগারে তার শরীরের ওপর নেমে এল কেয়ামত। স্বীকার করো তুমি ভারতের গুপ্তচর, টাকাপয়সার লেনদেন আছে। স্বীকার করো তোমার সাথে বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন যোগসুত্র আছে। লোহার রডের প্রহার, ইলেক্ট্রিক শক্, অন্ধকার সলিটারি কনফাইনমেন্টে ঘুমহীন, কখনো খাবারহীন পানিহীন বন্দী জাহিদ মখদুম। কতোদিন? মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়মাসের পরেও কিছুদিন। অথচ ''ভুল করেছি''-র মুচলেকা সই করলেই তাকে ছেড়ে দেয়া হত - তার উঁচু সে মাথা সে কখনো নোয়ায় নি।

একে আমি ''পাকিস্তানের বুকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'' বলব না তো কি বলব?

ওরা এখন ভালো আছে। আমার সাথে কথা হয় এখনো। মিঃ জাষ্টিস জাহিদ মুখদুম এখন ক্যানাডার কোর্টে আলুচেরা-চোখে গম্ভীর বিচারক, এবং উত্তর অ্যামেরিকা সিন্ধু-সমিতির হাস্যমুখ পরিচালক। আনোয়ার করাচী ষ্টিল মিলে চাকরী থেকে অবসর নিয়েছে। চল্লিশ বছর আগে ক'জন বাঙ্গালীনির সে হৃদয়হরণ করেছে জানিনা কিন্তু নিজেই নিদারুণ ঘায়েল হয়েছে বাংলার পান-সুপারীর প্রেমে, সে প্রেম এখনো বহমান। তার তিরিশ দিনের দৈনিক কলাম একসাথে করে বই বের হয়েছে - ''পদ্মা সুরখ্ হ্যায়''। নাড়ীর টান তাকে টেনে নিয়ে গেছে ঢাকায় দু'দুবার, ২০০৩ ও ২০০৭ সালে, দেখা করেছে সবার সাথে। রুমা মারা গেছে, ইয়াকুব হয়েছে চা-কোম্পানীর বড়কর্তা আর প্রভুত সুন্দরী সীমা এখন প্রভুত স্বাস্থ্যবতী গৃহিনী। সেই ফজলুল হক হল...কার্জন হল... লাইব্রেরীর পাশে পাশে গাছপালার নীচে নীচে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সেই মায়াময় পথগুলো...সেই হারিয়ে যাওয়া মুখগুলো....জায়গাগুলো.... ঘটনাগুলো... স্মৃতির এমন মর্মর তীর্থকেন্দ্রে না গিয়ে কি থাকতে পারে মানুষ?

শুধু ওরাই নয়, খুঁজলে কাশ্মীরের হাশিম আর আশরাফ, করাচীর গোলাম মুহাম্মদ লু'ন কিংবা মকবুল বাট-এর মতো অনেক নামই পাওয়া যাবে। একাত্তরে আমাদের সমর্থন করে চাকরী হারিয়েছেন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা শাফা'য়াত হাসনায়েন। স্বাধীনতার পরে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তী পুরুষ ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ - ক্ষমা চেয়ে গেছেন। ওদের লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবি-সুশীল সমাজ অনেকবারই ক্ষমা চেয়েছে আমাদের কাছে। সেদিনও চাইলেন টরন্টো আন্তর্জাতিক শহীদ মিনারের অনুষ্ঠানে ক্যানাডা লেখক-সংস্থার কর্তাব্যক্তি মুনীর সামী। বললেন, - ''যে দানবের হাত পা' ভেঙ্গে তোমরা বেরিয়ে গেছ সেই একই দানবের যাঁতাকলে আমরা এখনও পিষ্ট হচ্ছি। জানিনা পাকিস্তানের কপালে কি আছে''।

''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন'' - কবিগুরু। তাইতো আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে এতো দেয়া নেয়া, তাইতো বম্বের সিনেমায় অভিনয় করেন পাকিস্তানী সালমা আগা, ''শত্রুর দেশে'' কনসার্ট করেন মেহদি হাসান আর তাঁর সম্পর্কে সে দেশের উচ্চতমা পদ্মশ্রী বলেন - ''উন্কা গলে মে ভগওয়ান ঝরতা হ্যায়'' (''উনার কণ্ঠে স্রষ্টা উৎসারিত হন'' - লতা মুঙ্গেশকর) । তাইতো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জর্জ হ্যারিসন গানে গানে টাকা তোলেন,

ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের মন্ত্রণাসভা বসে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা'র ম্যানেজার অডারল্যাণ্ড সাহেবের বাসায়। তাইতো বাংলার গায়ক সুমন চট্যার্জী সুদুর নিকারাগুয়া'র স্যান্দিনিস্তা গণযুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নেয় এস-এল-আর হাতে, রবিশংকরের সেতারে ক্যারিবিয়ান পল্লীসংগীত আর পশ্চিমা কর্ড, হলিউডের ছবিতে জাকির হুসেন আর মেঘ রাগিনীর সা-রে-মা-পা-ণি-র্সা আর চীনা ভাষায় গেয়ে ওঠেন বাঙ্গালীনি সাবিনা ইয়াসমিন। আশ্চর্য্য নয় ? এত আগুনের মধ্যেও পুরষ্কারপ্রাপ্ত ইসরাইলী ডিরেক্টর অ্যামস্ গিতাই-এর ছবিতে অভিনয় করেন পুরষ্কারপ্রাপ্ত প্যালেষ্টাইনী অভিনেতা ইউসুফ আবু ওয়ার্দা, ইসরাইল-প্যালেষ্টাইনের নাট্যকর্মীরা একসাথে নাটক করেন। তাইতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম ''বৌদি'' আর হিন্দু ''মা'ঈ''র সম্ভ্রমরক্ষায় বুকের রক্ত ঢেলে হিন্দু আর মুসলিম যুবক ইতিহাসে রেখে যায় মহামিলনের আর্ত আহ্বান।

এরই নাম মানবতার শক্তি। তাই তো ইতিহাসের প্রতিটি বার্লিন-প্রাচীর এত ভঙ্গুর, এত ক্ষণস্থায়ী।

এপারে এক ফোঁটা রক্তের পাশাপাশি ওপারে এক ফোঁটা অশ্রু গড়ায় এটা ইতিহাসের সত্য - তা সে বার্লিনই হোক, ইংল্যাণ্ড-আয়ার্ল্যাণ্ডই হোক, বিভক্ত বাংলা-পাঞ্জাব-কাশ্মীরই হোক, ইসরাইল-প্যালেষ্টাইনই হোক বা পাকিস্তান-বাংলাদেশই হোক। পিণ্ডি'র অলিগলির ঠেলাগাড়ীতে ফল-সব্জী নিয়ে যে ঘর্মাক্ত লোকটা হাঁক দিয়ে বিক্রী করে বেড়ায় সে আমাদের শত্রু নয়। কোহাটের পাহাড়ে যে লোকটা পাথর ভাঙ্গে, যে নারীরা বাচ্চার হাত ধরে ঝিলাম-চেনাব-বিয়াস-সিন্ধু থেকে কাঁখে কলসীভরা পানি টানে তারা আমাদের শত্রু নয়, শত্রু নয় করাচীর রাজনৈতিক উষ্কানীতে যে তরুণকে খুঁচিয়ে খুন করা হল তার বাবা-মা। পাকিস্তানের মসজিদে নামাজে ব্রাশ ফায়ারে যারা মরে পড়ে থাকে রক্তাক্ত তাদের সাথে আমাদের নয়শ' কুড়িটি বধ্যভুমির তফাৎ সামান্যই। আমাদের সবার শত্রু এক, এবং তারা কারা তা আমরা ভালো করেই জানি। এবং একাত্তরে তাদের পদলেহী ''হাস্যমুখে দাস্যসুখে বিনীত জোড়কর, প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর'' (কবিগুরু) বাংলাদেশী পিশাচরা কারা তা এদিকে আমরাও জানি ওদিকে আনোয়ার-মখদুমরাও জানে।

এ দানবকে পরাস্ত করা কঠিন, হিমালয়-বিজয় বা উত্তাল সমুদ্র-বিজয়ের মতই কঠিন। সুদুর নরওয়ে'র এডমণ্ড হিলারি'র সাথে সুদুর নেপালের তেনজিং নোরপে'র মিলন ছাড়া এ দুর্গম হিমালয়-বিজয় অসম্ভব। সুদুর পর্তুগালের ভাস্কো-ডা গামা'র সাথে সুদুর ইয়েমেনী সমুদ্র-এক্সপার্ট আবদুল মজিদের মিলন ছাড়া এ দুর্দান্ত সমুদ্র-বিজয় অসম্ভব। আজ যখন দানবের হাতে আছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মানবের সংগ্রামও তাই আন্তর্জাতিক না হয়ে উপায় নেই।

তাই যখন আমাদের সাথে পাকিস্তানেও দাবী ওঠে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই তখন মনে পড়ে সেই একাত্তরে কয়েকজন পাকিস্তানী ভিন্ন আঙ্গিকে বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিল ওই পাকিস্তানের মাটিতেও, - কেউ জানে না।

০৫ মার্চ ৩৮ মুক্তিসন (২০০৮)